দেশে একদিনে শনাক্ত প্রায় ১৫ হাজার, মৃত্যু ১৫

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১৪ হাজার ৮২৮ জন। মৃত্যু হয়েছে আরো ১৫ জনের । এ পর্যন্ত দেশে ২৮ হাজার ২৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। । ফলে শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬৪ জনে।

আজ সোমবার (২৪ জানুয়ারি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনাক্তের হার ৩২.৩৭ শতাংশ।

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টায় ১৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে এন্টিজেন টেস্টে আজ সোমবার নতুন ১৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে জেলায় ৪৯ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে । আজ সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩৩ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১২ জন পজিটিভ হয়েছে। কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবের ফলাফলে ১১ টির মধ্যে একজন পজিটিভ হয়েছেন।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের কোর্টপাড়ার নজরুল ইসলাম (৫২), মল্লিকপাড়ার জহির উদ্দিন (৫৪), দারিয়াপুরের নুসরাত তাজ রিয়া (২১), কাশ্যপপাড়ার শহিদুল ইসলাম (৩০), মল্লিকপাড়ার সাদিয়া হাসান চমক (২৬), সার্কিট হাউস পাড়ার আবদুল্লাহ আল মামুন (৩৯), কোর্টপাড়ার নাজমা বেগম (৩৭), স্টেডিয়াম পাড়ার রুবেল (২৬), পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার কামাল হোসেন (৩৮), হাসপাতাল পাড়ার মুন (২৬), কালী গাংনীর মাসুম রেজা

(২৬), গাংনীর ঝোড়পাড়ার নাফিসা তানজিম (২০) এবং ভবানীপুরের এখলাস (৩৪)।

ঢাকায় আক্রান্তদের ৬৯ শতাংশই ওমিক্রন: আইসিডিডিআরবি

ঢাকা শহরে করোনার নতুন ধরন ওমিক্রনের তিনটি উপধরন (সাব-টাইপ) রয়েছে। এই উপধরনগুলো রাজধানীতে বেশি ছড়াচ্ছে।

ঢাকায় জানুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে আক্রান্তদের ৬৯ শতাংশের শরীরে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটি ওয়েবসাইটে সোমবার সকালে এ বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের জিনোম সিক্যুয়েন্স বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, ঢাকা শহরে তিনটি সাব-টাইপ রয়েছে। এগুলো আফ্রিকান, ইউরো-আমেরিকান এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ওমিক্রন ধরনের সঙ্গে মিলে যায়।

আইসিডিডিআরবি বলছে, জানুয়ারির প্রথম দুই সপ্তাহে তাদের ল্যাবরেটরিতে ১ হাজার ৩৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ২৮ শতাংশই ছিল করোনায় আক্রান্ত। আর আক্রান্তদের মধ্যে ওমিক্রন ছিল ৬৯ শতাংশের দেহে।

গবেষণা সংস্থাটি জানায়, বাংলাদেশে ৬ ডিসেম্বর ওমিক্রন প্রথম শনাক্ত হয়। তবে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে ১১ ডিসেম্বর। ওই মাসেই আইসিডিডিআরবির ল্যাবে পরীক্ষা করা ঢাকা শহরের ৭৭ করোনা রোগীর মধ্যে পাঁচটিতে ওমিক্রন শনাক্ত করা হয়েছিল। অন্যগুলো ছিল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট।

ওমিক্রনে আক্রান্ত ২৯ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে আইসিডিডিআরবি প্রতিবেদনে। এর মধ্যে পুরুষ ১৩ জন ও মহিলা ১৬

জন। ২৭ জনের কোনো উপসর্গও ছিল না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২৪ জন টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। আর প্রথম ডোজ পেয়েছেন ৩ জন। ২৯ জনের মধ্যে মাত্র একজনকে একদিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। করোনার এই ধরনে আক্রান্ত একজন সৌদি আরব থেকে ফেরা। বাকিরা দেশেই ছিলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোববারের তথ্যানুযায়ী, দেশে এখন আক্রান্তের হার ৩১ দশমিক ২৯ শতাংশ। আগের ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১০ হাজার ৯০৬ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের।

বিধিনিষেধ বাড়বে কিনা সিদ্ধান্ত ৭ দিন পর-জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ও সব অফিসে অর্ধেক জনবল নিয়ে পরিচালনার মতো সরকারের চলমান বিধিনিষেধগুলো আরও বাড়ানো হবে কিনা তা জানা যাবে এক সপ্তাহ পর।

আজ সোমবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান।

তিনি বলেন, ‘আমাদের উদ্দেশ্য সবাই মাস্ক পরুক। এই সময়টা আমরা অতিক্রম করতে চাই। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ এটি বাড়বে। সবাইকে সচেতন হতে হবে। আমরা চাই— এই তৃতীয় ঢেউ থেকে যত তাড়াতাড়ি উত্তরণ করতে পারি। সে জন্য সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলা করতে হবে।’

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে ইতোমধ্যে পাঁচটি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে মন্ত্রিপরিষদে। তন্মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা, অর্ধেক জনবল নিয়ে অফিস পরিচালনার প্রজ্ঞাপন রোববার জারি করে সরকার।

বাকি সব নির্দেশনার বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী সোমবার বলেন, ‘আমরা অবশ্যই আগামী এক সপ্তাহ পর দেখব এটি কী পর্যায়ে আছে, সে অনুযায়ী আমরা পরবর্তী নির্দেশনা দেব। ’

তিনি বলেন, ‘এখন যে ভ্যারিয়েন্টটা দেখছি ওমিক্রন, এটা সেরে উঠতে অল্প সময় নিচ্ছে। রিকভারি রেট কিন্তু খুবই ভালো। ৮৫ শতাংশের বেশিসংখ্যক আক্রান্ত মানুষ ঘরে থেকে ট্রিটমেন্ট নিতে পারছেন এবং তারা সেরে উঠছেন। আমরা অবশ্যই আগামী এক সপ্তাহ পর দেখব এটার (সংক্রমণ) কী পর্যায়ে আছে, সেই অনুযায়ী আমরা পরবর্তী নির্দেশনা দেব।’

মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সবাইকে মাস্ক পরে বাইরে আসতে হবে। একটা তারিখ দেওয়া হবে যে, আগামীকাল থেকে মোবাইল কোর্ট নামবে। তাই আগে থেকে সতর্ক করে নিয়েই কিন্তু মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।’

গণপরিবহণ সরকারের বিধিনিষেধ মানছে না- বিষয়ে সাংবাদিকদের মন্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সরকারের দেওয়া বিধিনিষেধ সবাইকে মানতে হবে। ইউরোপ সংক্রমণের ক্ষেত্রে তাদের পিক সময় পার করেছে। আমাদের একটু পরে শুরু হয়েছে। এ জন্য আমাদের চূড়ান্ত সংক্রমণ একটু পরে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা চাইব, যাদের যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, নির্দেশনাগুলো সবাই মেনে চললে তা সবার জন্যই ভালো। পরিবহণ সেক্টরে যারা রয়েছেন, তাদেরও আমাদের সহযোগিতার করতে হবে। নিয়ম মেনে তারা গণপরিবহণ পরিচালনা করবেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা একটা ভালো ফল পাব। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যে তৃতীয় ঢেউ উত্তরণ করব।

ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ীর দৌড়

প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম বাংলার ঐহিত্যবাহী গরুর গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতা। গান্না ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম আয়োজন করে মনোমুগ্ধকর এই প্রতিযোগিতা। যা দেখতে ভীড় করেছিল হাজার হাজার দর্শক। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বেতাই গ্রাম যেন পরিণত হয়েছিল উৎসবের নগরীতে।

রোববার সকালে বেতাই গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, কনকনে শীত আর বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করেই সকাল থেকে বেতাই গ্রামের মাঠে হাজির হয় ঝিনাইদসহ আশপাশের জেলার হাজার হাজার মানুষ। ভ্যান, রিক্সা মোটর সাইকেলসহ নানা বাহনে সেখানে জড়ো হয় নারী-শিশু বয়োবৃদ্ধরা। মঞ্চ থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দুরে গরু ও গাড়ী নিয়ে ৬ টি সারিতে চলে দৌড়ের প্রস্তুতি। বাঁশিতে ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে গাড়োয়ানের হাতের ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে পাল্টে যায় চরিত্র। একে অপরকে পেছনে ফেলতে ছুটতে থাকে বিদ্যুৎ গতিতে। যা দেখে উচ্ছসিত হাজার হাজার দর্শক।

কালীগঞ্জ উপজেলার ত্রিলোচনপুর গ্রাম থেকে আসা কলেজ ছাত্র রাব্বি হোসেন বলেন, গ্রাম বাংলা ঐহিত্য গরুর গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতা সত্যিই খুবই মনোমুগ্ধকর। এটা দেখতে যে কত ভালো লাগছে তা বলে বোঝানো যাবে না। এই খেলা দেখতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে। মানুষের মাঝে এক ধরনের আনন্দ কাজ করছে। প্রতিবছর এই আয়োজন করা উচিত।
ঝিনাইদহ শহর থেকে আসা অন্তর মাহমুদ নামে এক যুবক বলেন, এ অঞ্চলের ঐহিত্য যে গরুর গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতা। আমরা শুনে আসছি এখানে এই আয়োজন করা হয়। আমরা বন্ধুরা মিলে দেখতে এসেছি। খুবই ভালো লাগছে খেলা দেখতে। গ্রামের মানুষের মাঝে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। খেলাটি সত্যিই উপভোগ্য। এ জন্য আয়োজকদের আমরা ধন্যবাদ জানায়।

খেলায় অংশ নেয় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার জিয়ালা গ্রামে কবির হোসেন বলেন, আমরা সারাবছর চাষাবাদ করি। বছরের এই সময়টা অপেক্ষায় থাকি এই খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য। মানুষ আমাদের খেলা দেখে আনন্দ পায় তা দেখে আমরাও আনন্দ পায়। আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিই।

এ ব্যাপারে আয়োজক গান্না ইউনিয়নের নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম বলেন, গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষকে আনন্দ দেওয়া আর গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রাখতেই আমরা প্রতিবছর এই ধরনের আয়োজন করে থাকি। শীত আর বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ খেলা দেখতে এখানে এসেছেন তাতেই প্রমাণ হয় এটি মানুষকে কতটা আনন্দ দেয়। আমরা আশা করি আগামীতে আরও বড় পরিসরে এই আয়োজন করতে পারব।

দিনভর প্রতিযোগিতা শেষে সবাইকে পেছনে ফেলে প্রথম হয় যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার নজরুল মুন্সি। পুরস্কার হিসেবে তাকে দেওয়া হয় টেলিভিশন। ২য় হয় মহেশপুর উপজেলার দোলন হোসেন। তাকে দেওয়া হয় একটি বাইসাইকেল ও ৩য় হয়ে ফ্যান পুরস্কার পান যশোরের রহমত আলী।

গাংনীতে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার গাংনী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টুর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম। অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার প্রতিনিধি ভিএস ডা. মো. আরিফুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রধান শিক্ষক ও সফল সমবায়ী জনাব আবুল কাশেম, মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক নূরুজ্জামান, সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার।

এছাড়া প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক জনাব রুহুল কুদ্দুস, হাফিজুর রহমান ও অফিস সহকারী মেহেদি হাসান প্রমূখ।

প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলার আটটি সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির ২৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে সিঁড়ি ঘর খুড়ে ড্রামভর্তি সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা, বিদেশী মদ ও গান পাউডার উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের পূর্বপাড়ার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সিঁড়ি ঘরের নিচে মাটি খুঁড়ে ডাম ভর্তি সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা, বিদেশী মদ ও ৫শ গ্রাম গান পাউডার সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মাদক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক হূমায়ন কবিরের ছেলে স্কুল ছাত্র হাসানুজ্জামান (১৫)কে আটক করা হয়েছে। গাঁজা ব্যবসায়ী হুমায়ন কবীর, তার স্ত্রী মালা খাতুন ও তার জামাতা মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের বশির উদ্দীনের ছেলে রাসেল আহমেদ (২৮)পলাতক রয়েছে।

আজ সোমবার (২৪ জানুয়ারী) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা দেড়টার সময় গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় হুমায়ন কবিরের বাড়িতে এ অভিযান চালান পুলিশ।

মেহেরপুরে-গাঁজা-উদ্ধার

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) হাবীবসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ পুলিশের একটি দল অভিযানে অংশ নেন। পরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের সার্কেল এসপি অপু সরোয়ার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাদকদ্রব্য জব্দ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, হুমায়ন কবিরের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের নিচে তিনটা ড্রামের মধ্যে মোট ৬ প্যাকেট গাঁজা, (সাড়ে ১২ কেজি) একটি বিদেশী অফিসার চয়েজ মদের বোতল, গাঁজা মাপযন্ত্র একটি বিশেষ ধরণের কাঁটা, একটি হাতুড়ি ও প্রায় ৫ শ গ্রাম গান পাউডার সাদৃশ্য বস্তু পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযান চলাকালে হুমায়ন কবির, তার স্ত্রী মালা খাতুন ও জামাতা রাসেল পালিয়ে গেছে। বাড়িতে হুমায়ন কবিরের ছেলে হাসানুজ্জামান (১৫)কে আটক করা থানায় নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গাঁজা ব্যবসার মুল হোতা হুমায়ন কবির ও তার জামায় রাসেল আহমেদ। তারা অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে গেছে।

মেহেরপুরে-গাঁজা- বিদেশী মদউদ্ধার

স্থানীয়রা জানান, হুময়ান কবির আগে থেকেই বিভিন্ন মাদক দ্রব্য বিক্রি করে আসছেন। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ রেখেছিলেন। আবারও গোপনে এ ব্যবসা শুরু করেছেন।তার বিরুদ্ধে এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিলো।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গত ২২ জানুয়ারী ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের পাশে অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ খাঁসমহল পশ্চিমপাড়া এলাকার বানারুল ইসলাম (২৫), খাঁপাড়া এলাকার করিম খাঁ
(৪০) ও কাথুলি গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার ফারুক হোসেন (২৬)কে আটক করেছিলেন গাংনী থানা পুলিশ।

কালীগঞ্জে দুই মামলার প্রধান সাক্ষীর মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় একটি খাল থেকে মো. পীর আলী (৩৮) নামে এক ইউপি সদস্য প্রার্থীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার সকাল ৮টার দিকে উপজেলার নলভাঙ্গা গ্রামের একটি খাল থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত পীর আলী নলভাঙ্গা গ্রামের শামসুল হকের ছেলে।

গত ২৮ নভেম্বর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কাষ্টভাঙা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড থেকে ফুটবল প্রতীক নিয়ে মেম্বার পদে নির্বাচন করেন পীর আলী।

স্থানীয়রা জানান, পীর আলী রাতে পেয়ারাবাগান পাহারা দিতে যান। রাত ৮টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। সকালে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পাশের খালে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন।

পীর আলীকে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি গ্রামের দুটি স্পর্শকাতর মামলার প্রধান সাক্ষী।

নিহতের ভাই রবিউল ইসলাম জানান, রোববার রাত ৮টার দিকে সর্বশেষ তার ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রতিদিনই তিনি রাতে পেয়ারাবাগান পাহারা দিতে যান। গতরাতেও গিয়েছিলেন; কিন্তু আর ফেরেননি। সকালে খালের পাড়ে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

শাহিনুর রহমান নামে এক মামলার বাদী জানান, ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে গ্রামের কয়েকজন তাকে মারধর করে। সেই মামলায় পীর আলী প্রধান সাক্ষী। এ ছাড়া মেয়েদের উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় শাহানুর নামে আরেকজনের দুই পা কাটা মামলার প্রধান সাক্ষী ছিলেন পীর আলী। মামলার সাক্ষ্য দেওয়ায় আসামিরা তাকে বিভিন্ন সময় হুমকি দিত। এ নিয়ে ৪ ডিসেম্বর কালীগঞ্জ থানায় পীর আলী একটি জিডিও করেন।

কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মতলেবুর রহমান জানান, খালের পাড়ে পড়ে থাকাবস্থায় পীর আলীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার গলায় ফাঁসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়া বলা সম্ভব নয়।

মেহেরপুরে দেড় হাজার বিঘা জমি ইটভাটার পেটে

প্রশাসনের উদাসীনতায় মেহেরপুর জেলায় প্রায় দেড় হাজার বিঘা তিন ফসলি জমি এখন ইটভাটার পেটে। ফসলি জমিতে যত্রতত্র ইটভাটা গড়ে ওঠায়, জেলায় কমেছে ফসলের উৎপাদন। একদিকে ফসলের উৎপাদন কমেছে, অপরদিকে কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর জন্য পরিবেশের মারাত্বক ধ্বস নেমেছে। আর সেই সাথে উজাড় হচ্ছে জেলার বনাঞ্চল।

ইটভাটা মালিকরা জানান, একটি ইটভাটাতে এক সিজিনে প্রায় এক লাখ টন কাঠ পোড়ানো হয়ে থাকে। ইটভাটাগুলোতে জড়ো করা হয়েছে শত শত লক্ষ মন কাঠ।

প্রশানের নাকের ডগায় ইটভাটাগুলোতে কাঠ জড়ো করলেও নিরবে রয়েছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। প্রশাসনিক পদক্ষেপ না থাকায় ইটভাটা মালিকরা আইনের তোয়াক্কা করছেন না। ফলে বিপর্যয়ের মুখে জেলার পরিবেশ। জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদফতর, ভ্যাট ও ট্যাক্স বিভাগকে ম্যানেজ করেই প্রতিবছরের ন্যায় এবারো জেলায় ১০৫ টি ইটভাটায় পুড়ানো হচ্ছে কয়লার পরিবর্তে কাঠ।
মেহেরপুর জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে মাত্র একটি ইটভাটা জানালেন পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক (ডিডি) আতাউর রহমান।

তবে, মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল জানিয়েছেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার ইটভাটাগুলোর ৭০ ভাগই এখন পরিবেশ বান্ধব ইটভাটা। তিনি বলেছেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান যে আইন বিদ্দমান রয়েছে। সেখানে সারা বাংলাদেশের একটি স্থানেও ইটভাটা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছে আমরা ইটভাটা মালিক সমিতি পরিবেশ আইন কিছুটা শিথীল করে ইটভাটা মালিকদের ছাড়পত্র দিতে অনুরোধ জানিয়েছি। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, সবগুলো ইটভাটার সামনে লাখ লাখ মন কাঠ

জড়ো করে ইট পুড়ানো হচ্ছে।

জেলায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় প্রতি মৌসুমে এক থেকে দেড় কোটি মণের উপরে কাঠ পোড়ানো হয়। দেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ ও স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত কাঠ এসব ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে। ইটভাটার চাহিদা মেটানোর জন্য অবাধে গাছপালা কাটা হয়। এর নির্গত ধোঁয়া যুক্ত হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে অপরদিকে গাছপালা উজাড় হওয়ায় পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় হচ্ছে। শুধু পরিবেশ নয়, মারাত্বক ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে মাঠের উঠতি ফসল। কারন জেলার তিন ফসলি কৃষি জমিগুলোতেই তৈরী করেছেন ইটভাটা। ইটভাটায় কাঠ পুড়ানো এখনই বন্ধ করা না গেলে সবাইকে দিতে হবে বড় ধরনের খেসারত।

গাংনী হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. এমকে রেজা বলছেন, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোঁয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি করে। কার্বন-ডাই অক্সাইড ফসল ও পরিবেশ নষ্ট হয়।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (ডিডি) স্বপন কুমার খা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিন ফসলি জমিতে ইটভাটা স্থাপন যাতে না হয় সে ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সরকার বলেছেন। তারপরেও প্রতি বছরই জেলাতে ইটভাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইনে আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরি করা যাবে না ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবে না। কিন্তু মেহেরপুর জেলায় এ আইনের কোনো তোয়াক্কাই করা হয়নি। অথচ, জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন বলে দফতর আছে।

গাংনীর ইটভাটা মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, আমরা কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করেই কাঠ পোড়াচ্ছি। মাঝে মাঝে লোক দেখানো কিছু মোবাইল কোর্ট করা হবে। যেটা আমরা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। নাম না প্রকাশ করার শর্তে হিজলবাড়িয়া মালশাদহ রোডের কয়েজন ভাটা মালিক জানান, ভাই এসব বলে কি হবে। সঠিক কথাটা বললেই কালকে আমার ভাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

পরিবেশ অধিদফতর কুষ্টিয়া উপ পরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান বলেন, মেহেরপুর জেলায় দুইটা জিকজাগ ভাটার পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র থাকলেও হালনাগাদ আছে মাত্র একটির। বর্তমানে ১২০ ফিট চিমনিরও কোন অনুমোদন নেই। ইটভাটাগুলোতে কাঠপোড়ার বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আল্পদিনের মধ্যেই আমরা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা শুরু করবো।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খাঁন বলেন, আমরা কাঠ পুড়ানোর ব্যাপারে ভাটা মালিকদের কঠোর বার্তা দিয়েছি। ইট ভাটাতে শুরুতে কিছু কাঠ পোঁড়ানো লাগে। এছাড়া যেসব ভাটাতে কাঠ পোড়াচ্ছে তাদের তালিকা দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাংলা একাডেমির পুরস্কার পাচ্ছেন রফিকুর রশীদ রিজভী

বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন মেহেরপুরের গাংনীর কৃতিসন্তান কথা সাহিত্যিক রফিকুর রশীদ রিজভী। এই প্রথম মেহেরপুর জেলা থেকে তিনি বাংলা একাডেমির পুরস্কার পাচ্ছেন।

আজ রবিবার বাংলা একাডেমির সচিব এ.এইচ.এম. লোকমান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ১১ জনকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেয়া হয়। রিজভী শিশু সাহিত্যের জন্য এবার পুরস্কার পাচ্ছেন। তিনি ইতোমধ্যে তার লেখনীর জন্য একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বাংলা একাডেমী আয়োজিত অমর একুশে বই মেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পুরস্কার প্রদান করবেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন-কবিতায় আসাদ মান্নান ও বিমল গুহ, কথাসাহিত্যে ঝর্ণা রহমান, বিশ্বজিৎ চৌধুরী প্রবন্ধ/গবেষণায় হোসেন উদ্দীন হোসেন, অনুবাদ আমিনুর রহমান, রফিক উম মুনীর চৌধুরী, নাটকে সাধনা আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় পান্না কায়সার, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষণায় হারুন অর রশিদ, বিজ্ঞানে শুভাগত চৌধুরী, আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনীতে সুফিয়া খাতুন, হায়দার আকবর খান রনো এবং ফোকলোরে আমিনুর রহমান সুলতান।

রফিকুর রশিদ রিজভী গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহরে বাস করেন। তিনি উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাঁড়াডোব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যে বইয়ের জন্য শিশু
সাহিত্য পুরস্কার

রফিকুর রশীদ রিজভীর পুরস্কারের ঘোষণার পর মেহেরপুর ও গাংনীতে তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনার্সসহ এম.এ. পাশ করেছেন।

লেখালেখি: ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, শিশুসাহিত্য ও গান। গবেষণার বিষয় : বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘ক’ শ্রেণীর গীতিকার।
গল্পগ্রন্থ : হলুদ দোয়েল, স্বপ্নের ঘরবাড়ি, দিনযাপনের দায়, এইসব জীবনযাপন, জীবনের যতো জলছবি, শেকড়ছেঁড়া মানুষের গল্প, রৌদ্রছায়ার নকশা, অশনিপাতের দিন, না গৃহ না সন্ধ্যাস, সাদা মেঘের পালক, দ্বিতীয় জন্মের কুহক, প্রথম কদমফুল, অন্ধকারের উৎস হতে, অন্যযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, প্রেমের গল্প, গল্পগুলো বঙ্গবন্ধুর, গল্পসমগ্র-১, ২ ও ৩।

উপন্যাস: হৃদয়ের একূল ওকূল, দারুচিনি দ্বীপের ভেতর, দাঁড়াবার সময়, ছায়ার পুতুল, নিষিদ্ধ সুবাস, বাড়ির নাম সংশপ্তক, খননের রাত, চার দেয়ালের ঘর, ভালবাসার জলছবি, পাপী পিয়া এবং পদ্মফুল, প্রতিপর্বসহ অজস্র গান,ছড়া,সাহিত্য লিখে পাঠক সমাজে নন্দিত হয়েছেন।